জাতীয়তাবাদী ভিসির দাপটে বিপর্যস্ত জগন্নাথ ভার্সিটি

ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি : সব ক্ষেত্রে চলছে স্বেচ্ছাচারিতা

বাকী বিল্লাহ

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের দলীয় উপাচার্যের নেতৃত্বে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরুর প্রথম বর্ষেই ভর্তি ফলাফলে জালিয়াতিতে জড়িয়ে পড়েছে। অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তির ফলাফল নিয়ে ব্যাপক জালিয়াতি হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্রীকে পাস দেখিয়ে ইংরেজিতে অনার্স কোর্সে ভর্তি করা হয়েছে। ওই ভাগ্যবান ছাত্রী সাবেক জোট সরকারের একজন প্রভাবশালী প্রতিমন্ত্রীর আত্মীয়। তাকে পাস করিয়ে দিয়ে ভিসি নিজে মন্ত্রীর কাছে প্রিয় হয়েছেন। পরীক্ষায় জালিয়াতি করার জন্য ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন বিভাগে চেয়ারম্যান নিয়োগ নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগ নেয়া হয়েছে। ভিসির পছন্দের লোকজনকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাদের দিয়ে ভর্তি পরীক্ষা থেকে শুরু করে সব পরীক্ষায় অনিয়ম করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তার কথার অবাধ্য হলেই শিক্ষকদের কথায় কথায় বদলির ভয় দেখানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। ভিসি ড. সিরাজুল ইসলাম খানের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, এসব অনিয়মের অভিযোগ সঠিক নয়, সাজানো। একটি মহল তার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ প্রচার করছে। তিনি নিজেই বিভিন্ন পরীক্ষা কঠিনভাবে তদারকি করেছেন। এসব অভিযোগ ভর্তি : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৭

জগন্নাথ ভার্সিটি আইন সংশোধনের উদ্যোগ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০৫-এ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবাস্তব ও অসঙ্গতিপূর্ণ ধারা সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ জন্য উদ্যোগ : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৫

ভর্তি : জালিয়াতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শতভাগ মিথ্যা বলে দাবি করেন তিনি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষায় ডিনদের বাদ দিয়ে ভিসি নিজে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দায়িত্ব নেন যা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী সম্পূর্ণ বেআইনি। খ ইউনিটে ইংরেজি বিভাগে একছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করার পর অবৈধভাবে ভর্তির ব্যবস্থা করেন ভিসি নিজে। উল্লেখ্য যে, ইংরেজিতে ১০ নম্বরের কম পেলে কোন ছাত্রছাত্রী ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হতে পারে না। তৎকালীন খ ইউনিটে অনেকেই অর্থের বিনিময়ে ভর্তি হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নসহ পরীক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করার কথা ডিনের। কিন্তু ভিসি ডিনদের বাদ দিয়ে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সমস্ত কার্যক্রম নিজে করেন এবং এর বিনিময়ে তিনি ৮০ হাজার টাকা গ্রহণ করেন। ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনার নামে তিনি অবৈধভাবে আরও প্রায় ৩ লাখ টাকা গ্রহণ করেন। ট্রেজারারও বিভিন্নভাবে প্রায় সমপরিমাণ অর্থ নেন। ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ৫৭ হাজার ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্র বিক্রি হয়। ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রপ্রতি আদায় করা হয় ৩৫০ টাকা করে প্রায় ১ কোটি ৭২ লাখ টাকা। ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রপ্রতি আদায় করা হয় ৩০০ টাকা করে প্রায় ১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা।

বাংলাদেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনাতেই হয়ে থাকে। কিন্তু ভিসি ড. সিরাজুল ইসলাম খান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর নিজে লাভবান হওয়া এবং তার পছন্দের বাইরের শিক্ষককে বিশেষ আর্থিক সুবিধা দেয়ার জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ রঙের শিক্ষকদের। তাদের ছাত্রপ্রতি ৬৫ টাকা করে দেয়া হয়। আগে জগন্নাথ কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় ছাত্রসংখ্যা বেশি হলে সরকারি কলেজগুলোতে এসব পরীক্ষা নেয়া হতো। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনার জন্য ছাত্রপ্রতি ৩০ টাকা করে কেন্দ্রকে দেয়া হতো। এখানেও উপাচার্য ও কোষা... ব্যাপক অনিয়ম করেছেন বলে অভি...

চেয়া... জগন্নাথ বিশ্ব... ২... জো... চে... ছা... প্র... ৫...

শিক্ষকদের বদলির ভয় দেখানো হচ্ছে : জগন্নাথ ইউনিভার্সিটির জাতীয়তাবাদী জামায়াতি ভিসি কথায় কথায় শিক্ষকদের বদলির ভয় দেখান। তিনি নাকি শিক্ষকদের জীবন 'হেল' করে দেবেন। তিনি প্রায়ই বলে থাকেন, তার হাত অনেক লম্বা, তাকে কেউ কিছু করতে পারবে না। যে সব শিক্ষক তার কথামত চলবেন না তাদের তিনি বদলি করে দেবেন বলে হুমকি দেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন মন্ত্রণালয়ে ৩০ জন শিক্ষকের নাম দেয়া আছে। তাদের পর্যায়ক্রমে বদলি করা হবে। এ নিয়ে গোটা জগন্নাথ ইউনিভার্সিটিতে আতঙ্ক চলছে।

এরই মধ্যে বিভিন্ন বিভাগের অনেক শিক্ষক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বদলি হয়ে চলে যাওয়ার জন্য লিখিত দরখাস্ত করেছেন। চলে যাওয়ার দরখাস্ত ক্রমাগত বাড়তে থাকায় ভিসি এখন আর কোন দরখাস্ত নেন না এবং যে ক'টা দরখাস্ত নিয়েছেন সেগুলোতেও সুপারিশ করছেন না। প্রায় ৩০ সরকারি কর্মচারী বদলি হয়ে চলে যাওয়ার জন্য ভিসির কাছে আবেদন করলে তিনি তাদের আবেদন ডিজি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বরাবর ফরওয়ার্ড করছেন না।

বদলি ও নিয়োগে দলীয়করণ : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলিভিত্তিক নিয়োগ পেতে হলে ভিসির সুপারিশ ... বিশ্ববিদ্যালয়ে ... যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষক ভিসির দৃষ্টিতে তার দলীয় লোক না হওয়ায় ... কারণে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ... চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত শিক্ষকদের দেশের বিভিন্ন সরকারি কলেজ থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেষণে আনা হচ্ছে।

তিনি ড. সিরাজুল ইসলাম খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি সমর্থিত সাদা দলের ক্যাডার এবং জিয়া পরিষদের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পান। তিনি অত্যন্ত [redacted]

উদ্যোগ : সংশোধনের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তাকে আইনের বিভিন্ন ধারা সংশোধনের খসড়া তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০৫ এর ২৭ নম্বর ধারায় 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যয় ও ছাত্র বেতনাদি' শিরোনামের ১নং উপধারায় বলা হয়েছে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পরিচালন ব্যয়ের (মূলধন ব্যয় ব্যতিরেকে) নিরিখে প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীদের নিকট হইতে আদায়যোগ্য বেতন ও ফিস নির্ধারিত হইবে।' কিন্তু শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এতে ছাত্রছাত্রীদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা দুরূহ হয়ে উঠবে। কারণ পরিচালনা ব্যয়ের নিরিখে যদি ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বেতন ও অন্যান্য ফিস ধার্য করা হয় তাহলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে খরচ বেশি হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি বলছেন, এ ধারাটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বারবার শিক্ষার্থীদের বাধার মুখে পড়তে হয়েছে কর্তৃপক্ষকে। ফলে পিপি (প্রকল্প সারপত্র) নির্দেশনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। একই আইনের ৪ উপধারায় বলা হয়েছে,